"মিষ্টি বাচ্চারা -- এই অসীম জগতের নাটকে তোমরা হলে আশ্চর্যজনক আত্মা, এ হলো অনাদি নাটক, এতে কোনোকিছু পরিবর্তন হতে পারে না"

***প্রশ্নঃ -** বুদ্ধিমান, দূরদর্শী বাচ্চারা কোন গোপন রহস্যকে বুঝতে পারে ?*

***উত্তরঃ -** মূলবতন থেকে শুরু করে সম্পূর্ণ ড্রামার আদি - মধ্য এবং অন্তের যে গোপন রহস্য আছে, তা দূরদর্শী বাচ্চারাই বুঝতে পারে। বীজ আর বৃক্ষের সম্পূর্ণ জ্ঞান তাদের বুদ্ধিতেই থাকে । তারা জানে যে - এই অসীম জগতের নাটকে আমরা আত্মা রূপী অভিনেতারা যে এই বস্ত্র ধারণ করে অভিনয় করছি, এতে সত্যযুগ থেকে শুরু করে কলিযুগ পর্যন্ত আমাদের অভিনয় করতে হবে । কোনো অভিনেতাই মাঝপথে ঘরে ফিরে যেতে পারে না ।*

***গীতঃ-** তুমি রাত কাটালে ঘুমিয়ে আর দিন কাটালে খেয়ে, অমূল্য এই জীবন কড়ি তুল্য হয়ে যায়....*

ওম্ শান্তি । বাচ্চারা এই গান শুনেছে এখন এতে কোনো শব্দ সঠিক আবার কোনোটা ভুলও । সুখে তো স্মরণ করাই হয় না । দুঃখও অবশ্যই আসতে হবে । দুঃখ থাকে, তখনই তো বাবাকে সুখ প্রদান করার জন্য আসতে হয় । মিষ্টি - মিষ্টি বাচ্চারা জানে যে, এখন আমরা সুখধামের জন্য পড়ছি । শান্তিধাম আর সুখধাম । প্রথমে মুক্তি, তারপর হয় জীবনমুক্তি । শান্তিধাম হলো ঘর, সেখানে কোনো অভিনয় করা হয় না । সব অভিনেতারা ঘরে ফিরে যায়, সেখানে কোনো অভিনয় করা হয় না । অভিনয় এই স্টেজেই করা হয় । এও হলো এক স্টেজ । যেমন জাগতিক নাটক হয়, তেমনই এ হলো অসীম জগতের নাটক । এই নাটকের আদি - মধ্য এবং অন্তের রহস্য বাবা ছাড়া আর কেউই বোঝাতে পারে না । বাস্তবে এই যাত্রা বা যুদ্ধ শব্দটি কেবল বোঝানোর জন্য বলা হয় । বাকি এতে যুদ্ধ ইত্যাদি কিছুই নেই । যাত্রাও একটি শব্দ । বাকি একমাত্র হলো তো স্মরণ । তোমরা স্মরণ করতে করতে পবিত্র হয়ে যাবে । ওই যাত্রাও এখানেই সম্পূর্ণ হবে । তোমাদের কোথাও যেতে হবে না । বাচ্চাদের বোঝানো হয় যে, তোমাদের পবিত্র হয়ে ঘরে ফিরে যেতে হবে । অপবিত্র আত্মা তো সেখানে যেতে পারে না । নিজেকে আত্মা মনে করতে হবে । আমি আত্মার মধ্যে সম্পূর্ণ চক্রের পার্ট ভরা রয়েছে । এখন এই পার্ট সম্পূর্ণ হয়েছে । বাবা খুব সহজ রায় দেন যে, আমাকে স্মরণ করো । বাকি তো তোমরা এখানেই বসে আছো । তোমরা অন্য কোথাও যাও না । বাবা এসে বলেন যে, তোমরা আমাকে স্মরণ করো তাহলে পবিত্র হয়ে যাবে । এখানে কোনো যুদ্ধ নেই । নিজেকে কেবল তমোপ্রধান থেকে সতোপ্রধান বানাতে হবে । এই মায়াকে জয় করতে হবে । বাচ্চারা জানে যে, এই ৮৪ র চক্র সম্পূর্ণ হয়ে এসেছে, ভারত একসময় সতোপ্রধান ছিলো । সেখানে অবশ্যই মানুষই ছিলো । জমির তো আর পরিবর্তন হবে না । এখন তোমরা জানো যে, আমরা সতোপ্রধান ছিলাম, তারপর তমোপ্রধান হয়েছি, আবার আমাদের সতোপ্রধান হতে হবে । মানুষ ডাকতেও থাকে - তুমি এসে আমাদের পতিত থেকে পবিত্র করো, কিন্তু তিনি কে, বা কিভাবে আসেন, তা কিছুই জানে না । বাবা এখন তোমাদের বুদ্ধিমান বানিয়েছেন । তোমরা কতো উচ্চ পদ পাও । ওখানকার গরীবরা এখানকার বিত্তবানদের থেকেও অনেক উচ্চ হয় । এখানে যতো বড় বড় রাজাই থাকুক না কেন, যতই তাদের ধন থাকুক, তারা তো বিকারী ছিলো, তাই না । এদের থেকে ওখানকার সাধারণ প্রজাও অনেক উচ্চ হয় । বাবা এই তফাৎ বলে দেন । রাবণের ছায়া আসাতেই মানুষ পতিত হয়ে যায় । তারা নির্বিকারী দেবতাদের সামনে গিয়ে নিজেদের পতিত বলে মাথা ঠুকতে থাকে । বাবা এখানে এসেই চট করে উপরে তুলে দেন । এ হলো এক সেকেণ্ডের কথা । বাবা এখন তোমাদের জ্ঞানের তৃতীয় নেত্র দান করেছেন । বাচ্চারা, তোমরা দূরদর্শী হয়ে যাও । উপরে, মূলবতন থেকে শুরু করে এই ড্রামার সম্পূর্ণ চক্র তোমাদের বুদ্ধিতে স্মরণ আছে । তোমরা যেমন জাগতিক ড্রামা দেখে শোনাও যে যে, কি কি দেখলে । বুদ্ধিতে ভরা থাকে, তারই বর্ণনা করে । আত্মাতে ভর্তি করে নিয়ে আসে, তারপর ডেলিভারি করে দেয় । এ তো হলো অসীম জগতের কথা । বাচ্চারা, তোমাদের বুদ্ধিতে এই অসীম জগতের ড্রামার আদি - মধ্য এবং অন্তের রহস্য থাকা উচিত । যেই ড্রামা রিপিট হতে থাকে । ওই জাগতিক ড্রামায় তো এক অভিনেতা চলে গেলে তার পরিবর্তে আবার অন্য অভিনেতা আসতে পারে । কেউ যদি অসুস্থ হয়, তাহলে তার পরিবর্তে অন্য কেউ অভিনয় করে দেবে । এ তো হলো চৈতন্য ড্রামা, এতে সামান্যতম পরিবর্তনও হতে পারে না । বাচ্চারা, তোমরা জানো যে, আমরা হলাম আত্মা । এ হলো আমাদের শরীর রূপী বস্ত্র, যা পরিধান করে আমরা বহুরূপী অভিনয় করি । নাম, রূপ, দেশ, চিত্র পরিবর্তন হয়ে যায় । অভিনেতা তো তার অভিনয় সম্বন্ধে জানে, তাই না । বাবা বাচ্চাদের এই চক্রের রহস্য তো বোঝাতে থাকেন । সত্যযুগ থেকে শুরু করে কলিযুগ পর্যন্ত আসে, তারপর ফিরে যায়, তারপর আবার নতুন ভাবে এসে অভিনয় করে । সম্পূর্ণভাবে

এর সম্বন্ধে বোঝাতে সময় লাগে । বীজের মধ্যে যদিও নলেজ আছে, তবুও বোঝাতে তো সময় লাগে, তাই না । তোমাদের বুদ্ধিতে সম্পূর্ণ বীজ আর ঝাড়ের রহস্য আছে, তাও এদের মধ্যে যারা বুদ্ধিমান, তারাই বুঝতে পারে যে, বীজ উপরে আছে । এর উৎপত্তি, পালনা আর সংহার কিভাবে হয়, তাই ত্রিমূর্তিও দেখানো হয়েছে । বাবা যে এই জ্ঞান এইভাবে বোঝান, অন্য কোনো মানুষ এই জ্ঞান দিতে পারে না । যখন এখানে আসে, তখন জানতে পারে, তাই তোমরা সবাইকে বলো যে, এখানে এসে বোঝো । কেউ কেউ খুবই একগুঁয়ে হয়, যারা বলে, আমরা কিছুই শুনবো না । কেউ তো আবার শোনেও, কেউ লেখা কাগজ নেয়, কেউ আবার নেয় না । তোমাদের বুদ্ধিও কতো বিশাল, দূরদর্শী হয়ে গেছে । তোমরা তিন লোককে জানো, মূলবতন, যাকে নিরাকারী দুনিয়া বলা হয় । বাকি সূক্ষ্ম বতনে কিছুই নেই । সম্পর্ক সম্পূর্ণ হলো মূল বতন এবং স্থূল বতনের সঙ্গে । বাকি সূক্ষ্ম বতন তো অল্প সময়ের জন্য । বাকি আত্মারা সব উপর থেকে এখানে আসে অভিনয় করার জন্য । এই ঝাড় সব ধর্মের নম্বর অনুসারে হয় । এ হলো মনুষ্যের ঝাড় এবং সম্পূর্ণ সঠিক । এর কিছুই আগে পিছনে হতে পারে না । না আত্মারা অন্য কোথাও গিয়ে বসতে পারে, না আত্মারা ব্রহ্ম মহাতত্বতে থাকে, যেমন আকাশে তারা থাকে । এই তারা তো দূর থেকে ছোটো ছোটো দেখতে লাগে । আসলে তো বড়, কিন্তু আত্মা তো না ছোটো বড় হয়, আর না আত্মার বিনাশ হয় । তোমরা গোল্ডেন এজে যাও, তারপর আয়রন এজে আসো বাচ্চারা জানে যে, আমরা গোল্ডেন এজে ছিলাম, এখন আয়রন এজে এসে গেছি । এখন আমাদের আর কোনো মূল্য নেই । মায়ার চমক যতই থাকুক না কেন, কিন্তু এ হলো রাবণের গোল্ডেন এজ, আর সে হলো ঈশ্বরীয় গোল্ডেন এজ ।

মানুষ বলতে থাকে - ছয় - সাত বছরে এতো আনাজ হবে, এ কথা আর জিজ্ঞাসা করো না । তোমরা দেখো, ওদের প্ল্যান কি আর বাচ্চারা, তোমাদের প্ল্যান কি ? বাবা বলেন যে, আমার প্ল্যান হলো পুরানো দুনিয়াকে নতুন বানানো । তোমাদের একটাই প্ল্যান । তোমরা জানো যে, আমরা শ্রীমতে চলে বাবার থেকে নিজেদের উত্তরাধিকার গ্রহণ করছি । বাবা পথ বলে দেন, শ্রীমৎ দেন, স্মরণে থাকার মত দেন । মত অক্ষর তো আছে, তাই না । সংস্কৃত অক্ষর তো বাবা বলেন না । বাবা তো হিন্দীতেই বোঝাতে থাকেন । ভাষা তো অনেকই আছে, তাই না । দোভাষীও থাকে, যে শুনে বুঝিয়ে বলে । হিন্দী আর ইংরাজী তো অনেকেই জানে । পড়তেও পারে । বাকি ঘরে যে মায়েরা থাকে, তারা এতো পড়ে না । আজকাল বিদেশে গিয়ে ইংরাজী শেখে, তারপর এখানে ফিরে এসেও ইংরাজী বলতে থাকে । তখন হিন্দী বলতেই পারে না । ঘরে এলে মায়ের সঙ্গেও ইংরাজীতে কথা বলতে শুরু করে দেয় । মা বেচারী দ্বিধায় পড়ে যায় যে, আমরা ইংরাজীর কি জানি ! তখন তাদের ভাঙ্গা ভাঙ্গা হিন্দী শিখতে হয় । সত্যযুগে তো এক রাজ্য এক ভাষা ছিলো, যা এখন আবার নতুন করে স্থাপন করছো । প্রতি পাঁচ হাজার বছর অন্তর এই সৃষ্টির চক্র কিভাবে ঘুরতে থাকে, তা বুদ্ধিতে থাকা উচিত । এখন এক বাবার স্মরণেই থাকতে হবে । এখানে তোমাদের অনেক অবসর আছে । ভোরবেলা স্নানাদি করে বাইরে ঘুরলে ফিরলে অনেক আনন্দ হয়, অন্তরে যেন এই কথা স্মরণে থাকে যে, আমরা সবাই হলাম অভিনেতা । এই স্মৃতিও এখনই এসেছে । বাবা তোমাদের ৮৪ জন্মের চক্রের রহস্য বুঝিয়ে বলে দিয়েছেন । আমরা সতোপ্রধান ছিলাম, এ অত্যন্ত খুশীর কথা । মানুষ তো ঘুরে ফিরে বেড়ায়, এতে তাদের কোনো উপার্জন হয় না । তোমরা তো অনেক উপার্জন করো । তোমাদের বুদ্ধিতে চক্রও স্মরণে থাকে, তারপর তোমরা বাবাকেও স্মরণ করতে থাকো । বাবা খুব ভালো - ভালো উপার্জনের যুক্তি বলে দেন । যে বাচ্চারা জ্ঞানের বিচার সাগর মন্থন করে না, তাদের বুদ্ধিতে মায়া উৎপাত করতে থাকে । তাদেরই মায়া বিরক্ত করে । অন্দরে এই চিন্তা করো যে, আমরা এই চক্র কিভাবে ঘুরেছি । সত্যযুগে আমরা এতো জন্ম নিয়েছি, তারপর নীচে নেমে এসেছি । এখন আবার আমাদের সতোপ্রধান হতে হবে । বাবা বলেছেন যে - তোমরা আমাকে স্মরণ করো, তাহলেই সতোপ্রধান হয়ে যাবে । চলতে ফিরতে বুদ্ধিতে যদি এই কথা স্মরণ থাকে, তাহলে মায়ার উৎপাত বন্ধ হয়ে যাবে । তোমাদের অনেক অনেক লাভ হবে । যদিও স্ত্রী - পুরুষ একসাথেও যাও, তবুও প্রত্যেককেই নিজের মতো পরিশ্রম করতে হবে, নিজের উঁচু পদ প্রাপ্ত করার জন্য । একলা যাওয়াতে তো অনেক মজা । নিজের নেশাতেই থাকবে । সাথে যদি অন্য কেউ থাকে, তাহলে বুদ্ধি এদিক-ওদিক যাবে । এ অনেকই সহজ, বাগান ইত্যাদি তো সব জায়গাতেই আছে, ইঞ্জিনিয়র হলে তার এই চিন্তাই চলবে যে এখানে পুল বানাতে হবে, এই করতে হবে । বুদ্ধিতে প্ল্যান এসে যায় । তোমরাও ঘরে বসে থাকো কিন্তু বুদ্ধি ওইদিকে লেগে থাকে । এই অভ্যাস করলে তোমাদের ভিতরও এই চিন্তন চলতে থাকবে । তোমাদের পড়তেও হবে আবার কাজ - কারবারও করতে হবে । বৃদ্ধ, যুবক, বাচ্চা আদি সবাইকেই পবিত্র হতে হবে । বাবার থেকে উত্তরাধিকার নেওয়ার জন্য আত্মা তো একই । বাচ্চাদেরও ছোটবেলায় যদি এই অভ্যাস হয়ে যায় তো খুবই ভালো । আধ্যাত্মিক বিদ্যা আর কেউই শেখাতে পারে না ।

তোমাদের এই যে আধ্যাত্মিক বিদ্যা তা তোমাদের বাবা এসেই পড়ান । ওই স্কুলে জাগতিক বিদ্যা পড়ানো হয় । আর তা হলো শাস্ত্রের বিদ্যা । এ হলো আত্মিক বিদ্যা, যা তোমাদের ভগবান শেখান । এই বিদ্যার খবর কেউই জানে না । একেই

বলা হয় আধ্যাত্মিক জ্ঞান । যা আত্মা এসেই পড়ান, তার অন্য কোনো নাম রাখা যায় না । এ তো স্বয়ং বাবা এসে পড়ান । ভগবান উবাচঃ তো, তাই না । ভগবান এইসময় একবার এসেই বোঝান, একে আত্মিক জ্ঞান বলা হয় । ওই শাস্ত্রের বিদ্যা আলাদা । তোমরা জানো যে, জ্ঞান হলো এক জাগতিক কলেজ আদির, দ্বিতীয় হলো আধ্যাত্মিক শাস্ত্রের বিদ্যা, তৃতীয় হলো এই আত্মিক জ্ঞান । ওরা যতো বড়ই ডক্টর অফ ফিলোসফি হোক না কেন, ওদের কাছেও এই শাস্ত্রের জ্ঞান আছে । তোমাদের এই জ্ঞান সম্পূর্ণ আলাদা । এই আধ্যাত্মিক জ্ঞান যা আধ্যাত্মিক পিতা, যিনি সকলেরই পিতা, তিনিই পড়ান । তাঁর মহিমা হলো শান্তি ---সুখের সাগর । কৃষ্ণের মহিমা সম্পূর্ণ আলাদা, গুণ বা অপগুণ মানুষের মধ্যেই থাকে, যা মানুষ বলতে থাকে ।বাবার মহিমাও যথার্থ রূপে তোমরাই জানো । ওরা তো কেবল তোতার মতো গাইতে থাকে, অর্থ কিছুই জানে না । তাই বাবা বাচ্চাদের রায় দেন যে, কিভাবে নিজের উন্নতি করবে । পুরুষার্থ করতে থাকলে তখন ধারণা পাকা হতে থাকবে, তখন অফিসে কাজ করার সময়ও এই স্মৃতিই আসবে, ঈশ্বরের স্মৃতিই থাকবে । মায়ার স্মৃতি তো অর্ধেক কল্প ধরে চলে, বাবা এখন যথার্থ রীতিতে বসে বোঝাচ্ছেন । নিজেকে দেখো - আমি কি ছিলাম, এখন কি হয়ে গেছি । এখন বাবা আমাকে এমন দেবতা তৈরী করছেন । এও তোমরা পুরুষার্থের নম্বর অনুসারেই জানো । প্রথম প্রথম এই ভারতই ছিলো । বাবা ভারতেই আসেন এই অভিনয় করার জন্য । তোমরাই তো আদি সনাতন দেবী দেবতা ধর্মের, তাই না । তোমাদের পবিত্র হতে হবে, না হলে পরের দিকে আসবে, তখন আর কি সুখ পাবে ? বেশী ভক্তি না করলে তো আসবেই না । তোমরা বুঝতে পারবে যে, এ এতটা জ্ঞান ধারণ করতে পারবে না । তোমরা বুঝতে তো পারো, তাই না । অনেক পরিশ্রম করে তবুও সামান্য কয়েকজনই এই জ্ঞান ধারণ করতে পারে । পরিশ্রম তো করতেই হবে । পরিশ্রম ছাড়া তো কিছুই পাওয়া যায় না । প্রজা তো তৈরী হতেই থাকে ।

বাবা বাচ্চাদের উন্নতির জন্য যুক্তি বলে দেন -- বাচ্চারা, নিজেদের উন্নতি করতে হলে ভোরবেলা স্নানাদি করে একান্তে গিয়ে হাটাচলা করো বা বসে যাও । সুস্থতার জন্য হেটে চলে স্মরণ করাও ভালো । বাবাও স্মরণে আসবে আর এই ড্রামার রহস্যও বুদ্ধিতে থাকবে, এ কতো বড় উপার্জন । এই হলো প্রকৃত উপার্জন, ওই উপার্জন শেষ হয়েছে, এবার এই উপার্জনের চিন্তন করো । এ কোনো সমস্যাই নয় । বাবা নিজের জীবন কাহিনী লিখেছিলেন, যা তিনি দেখেছিলেন -- আজ এই সময় উঠেছি, তারপর এই করেছি ---তিনি মনে করেছিলেন যে, পরের দিকে যারা আসবে, তারা পড়ে শিখবে । বড় বড় মানুষের জীবনী তো পড়ে, তাই না । তিনি বাচ্চাদের জন্য লেখেন, আর বাচ্চারাও ঘরে এমনই সুন্দর স্বভাবের তৈরী হয় । বাচ্চারা, এখন তোমাদের পুরুষার্থ করে সতোপ্রধান হতে হবে । আবার সতোপ্রধান দুনিয়ার রাজত্ব নিতে হবে । তোমরা জানো যে, কল্প কল্প আমরা রাজত্ব গ্রহণ করি তারপর তা হারিয়ে ফেলি । তোমাদের বুদ্ধিতে এই সমস্ত কিছুই আছে । এ হলো নতুন দুনিয়া, নতুন ধর্মের জন্য নতুন জ্ঞান, তাই মিষ্টি মিষ্টি বাচ্চাদের তিনি আবারও বোঝান -- তোমরা শীঘ্র পুরুষার্থ করো । শরীরের উপর তো কোনো ভরসাই নেই । আজকাল মৃত্যু অনেক সহজ হয়ে গেছে । ওখানে অমরলোকে এমন মৃত্যু কখনোই হয় না, এখানে তো বসে বসেও কিভাবে মরে যায়, তাই নিজের পুরুষার্থ করতে থাকো । জমা করতে থাকো । আচ্ছা ।

মিষ্টি - মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা - পিতা, বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত । আত্মাদের পিতা ওঁনার আত্মা রূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার ।

ধারণার জন্যে মুখ্য সারঃ-

১) বুদ্ধিকে জ্ঞান চিন্তনে ব্যস্ত রাখার অভ্যাস করতে হবে । যখনই সময় পাবে একান্তে গিয়ে বিচার সাগর মন্থন করতে হবে । বাবাকে স্মরণ করে প্রকৃত উপার্জন জমা করতে হবে ।

২) দূরদর্শী হয়ে এই অসীম জগতের নাটককে যথার্থ রীতিতে বুঝতে হবে । সমস্ত অভিনেতাদের অভিনয়কে সাক্ষী হয়ে দেখতে হবে ।

বরদানঃ- মাস্টার জ্ঞান সাগর হয়ে পুতুল খেলা সমাপ্ত করে স্মৃতি এবং সমর্থ স্বরূপ ভব*

ভক্তিমার্গে যেমন মূর্তি বানিয়ে পূজা ইত্যাদি করে, তারপর সেই মূর্তিকে ডুবিয়ে দেয়, তো তোমরা তাকে পুতুল পূজা বলো । তেমনই তোমাদের সামনেও যখন কোনো নির্জীব, অ-সার কথা, ঈর্ষা, অনুমান, কিম্বা আবেশ ইত্যাদি আসে, আর তোমরা তার বিস্তার করে অনুভব করতে শুরু করো বা করাও যে, এটাই সত্য, তখন তাতে তো প্রাণ প্রতিষ্ঠা করে দেওয়াই হয় । তারপর তাকে জ্ঞান সাগর বাবার স্মরণে, অতীতকে অতীত করে, স্ব উন্নতির ঢেউয়ে ডুবিয়েও দাও, কিন্তু এতেও তো সময় নষ্ট হয়, তাই না ! তাই

প্রথম থেকেই মাস্টার জ্ঞানের সাগর হয়ে স্মৃতি এবং সমর্থী ভাবের বরদানের দ্বারা এই পুতুল খেলা সমাপ্ত করো।

__স্লোগানঃ-__ যে সময় অনুযায়ী সহযোগী হয়, তার একের পদ্মগুণ ফল প্রাপ্ত হয়।*